ব্রি ধান৯৫

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৯৫ রোপা আমন মৌসুমের জাত। এর কৌলিক সারি BR8210-10-3-1-2। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক লাল স্বর্ণা এবং Barisail/PSBRC2 এর F1 এর সাথে Three way cross করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় । বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর পরবর্তী ৫ বৎসর ফলন পরীক্ষা করা হয়। কৌলিক সারিটি ২০১৬ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা করা হয়। প্রস্তাবিত জাত হিসাবে ২০১৮ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় রোপা আমন মৌসুমের জন্য জাতটি ২০১৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২০ সেমি।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার ও আকৃতি প্রায় ব্রি ধান৪৯ জাতের মত।
- ডিগপাতা খাড়া এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।
- ধানের দানার রং গাঢ় লাল।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১.৫০ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৮.০% এবং প্রোটিন ৮.০%।

ব্রি ধান৯৫

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৯৫ এর জীবনকাল ১২৫ দিন যা ব্রি ধান ৪৯ এর চেয়ে ৭ দিন কম। এ গাছের কান্ড শক্ত ও ডিগ পাতা খাড়া। ধানের দানার রং গাঢ় লাল ও উচ্চ ফলনশীল হওয়ায় এ ধান ভারতীয় স্বর্ণা ধানের পরিবর্তে চাষাবাদযোগ্য।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১২৫ দিন।

ফলন

গড় ফলন ৫.৭ টন/হেক্টর। অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত পরিচর্যায় ৬.৫৫ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান৯৫ রোপা আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী রোপা আমন জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১০ জুলাই থেকে ১০ আগষ্ট পর্যন্ত অর্থাৎ ২৫ শে আষাঢ় থেকে ২৫ শ্রাবণ।

২. **চারার বয়সঃ** ২৫-৩০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি ব্যবধানে রোপণ করতে হবে।

৪. **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গোছায় ২-৩টি করে।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা সার (জিংক সালফেট)
৩১	১২	১৬	১০	১.৬

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমওপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। বাকী অর্ধেক এমওপি দ্বিতীয় কিস্তিতে ইউরিয়ার সাথে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমন ঃ** রোপনের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** রোপনের পর থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ সময় খরা দেখা দিলে সম্পুরক সেচ দিতে হবে।

৮. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৯৫ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৯. **ফসল কাটা ঃ** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১১ কার্তিক থেকে ১১ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৭ নভেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd